ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র

রোজদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

ROSEDIN ● Vol. - 1 ● Issue - 134 ● Prgi No. : WBBEN/25/A1189 ● Govt. of India Reg No. : WB18D0018520 (UAN) ● ISBN No. : 978-93-5918-830-0 ● Website : www.rosedin.in

ই-পেপার ● বর্ষ ঃ ৫ ● সংখ্যা ঃ ২৯০ ● কলকাতা ● ১২ কার্ত্তিক, ১৪৩২ ● বৃহস্পতিবার ● ৩০ অক্টোবর ২০২৫ ● পৃষ্ঠা - ৮ ● মূল্য - ৫ টাকা

বিজেপি নেতারা এলে বেঁধে রাখবেন পোস্টে': অভিষেক

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

বাংলায় SIR শুরু হতেই প্রদীপের মৃত্যু নিয়ে শুরু হয়েছে তরজা । NRC নিয়ে আতঙ্কে ভুগছিলেন আত্মঘাতী প্রদীপ। সুইসাইড নোটে সেকথা লিখে আত্মঘাতী হন বলে জানা যায়। এই ঘটনার পরই আগরপাড়ায় পৌঁছান অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। অভিষেকের দাবি, আত্মঘাতী প্রদীপই বাড়ির একমাত্র উপার্জনকারী ছিলেন। এখন ভবিষ্যৎ নিয়ে দুশ্চিন্তায় পরিবার। শুধু পানিহাটি হয়, দিনহাটায় আরও একজন ভয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করেছেন। এই প্রসঙ্গে টেনে অভিষেক বলেন, 'যারা হিন্দুদের ধারক-বাহক বলে দাবি করে, একবারও খোঁজ নিয়েছে? এরা ঠিক করবে কে বাংলাদেশি?' অভিষেকের হুঙ্কার, প্রদীপ করের মৃত্যুর ইস্যুকে সামনে রেখে মিছিল করবে তৃণমূল কংগ্রেস। স্লোগান হবে, 'সারা বাংলার একটাই স্বর, জাস্টিস ফর প্রদীপ কর'।

নিহত ব্যক্তির পরিবারের দাবি, প্রদীপও খালি NRC-র কথা বলতেন। বলতেন, 'ধরে নিয়ে যাবে আমাদের। আগে থেকেই NRC-র কথা বলত।' এই

এরপর ৩ পাতায়

পর্ব 96

হিমালয়ের সমর্পণ যোগ

কখনও কখনও চোখ এমনও কিছু দেখে যা আজ পর্যন্ত কখনও দেখেনি বা কিছু নতুনই অনুভব করে।"

"প্রত্যেক মানুষের শরীরের ভিতর এক আত্মা থাকে। এরকমই বুঝতে হবে যে তাও এক অদৃশ্য ছোট শরীরই। চিত্ত ঐ আত্মার চোখ। আত্মা শরীর থেকে বেশী শক্তিশালী হয়। সেইজন্যে আত্মায় শক্তিও শরীর থেকে অধিক শক্তিশালী হয়। শরীরের যেমন চোখ থাকে, তেমনি আত্মারও চোখ আছে। তাকেই চিত্ত বলে। মানে চিত্তকে আত্মার চোখ বলা যায়।"

"এটা আত্মার চোখ হওয়ার জন্য তা শরীরের চোখের থেকে বেশী শক্তিশালী হয়।

ক্রমশঃ

ভর্তি চলছে

ভবানী চাইল্ড ইনস্টিটিউট

BHABANI CHILD INSTITUTE • 24 PARGANAS (SOUTH)

স্থাপিত ঃ ১৯৯৩

২০২৬ শিক্ষাবর্ষে নার্সারি শ্রেণির পঠন-পাঠন শুরু হবে ৪ঠা ডিসেম্বর, ২০২৫ বৃহস্পতিবার থেকে

আসন সংখ্যা সীমিত। অভিভাবকদের নীচের মোবাইল নম্বরে যোগাযোগ করার জন্য জানানো যাচ্ছে।

ভর্তির সময় ঃ সকাল ৯টা থেকে বেলা ১টা

যোগাযোগ ঃ 9083249944 / 9083249933 / 9083249922

আবার কলকাতায় টাকার পাহাড় খুঁজে পেল ED,প্রাণনাশের হুমকি ABP আনন্দর প্রতিনিধিকে

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

গতকাল থেকেই ইডি অভিযান চলছিল। আজ কলকাতায় ফের টাকার পাহাড় উদ্ধার হল কলকাতা থেকে। পুর নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় তারাতলায় ব্যবসায়ীর বাড়ি থেকে বিপুল অঙ্কের টাকা পেল ইডি। গতকাল থেকেই ইডি এই ব্যবসায়ীর বাড়িতে অভিযান চালাচ্ছে। আর প্রতিবারের মতোই পুঙ্খানুপুঙ্খ খবর করছে এবিপি আনন্দ। ED-র অভিযান চলাকালীন মেনগেটের বাইরে দাঁড়িয়ে ছিলেন এবিপি আনন্দর প্রতিনিধি ভিতরে ছিল ED-র গাড়ি, আচমকা ৩-4 জন এসে ধাক্কা দেয়, ছবি তুলতে বাধা দেয়। প্রথমে গায়ে ও গলায় সজোরে ধাক্কা দেওয়া হয়। এরপর ছবি তুলতে বাধা দেওয়া হয়। কেড়ে নেওয়ার চেষ্টা করা হয়, ক্যামেরা ও বুম।

সম্প্রতি রাজ্যের দমকলমন্ত্রী সুজিত বোস ও দক্ষিণ দমদম পুরসভার চেয়ারম্যান নিতাই দত্তের একাধিক ঠিকানায় তল্লাশি অভিযান চালায় ইডি। তল্লাশি চলে সুজিত বোসের ছেলের রেস্তোরাঁতেও।টাকার পরিমাণ ছাড়াতে পারে ২ কোটিও!

ED সূত্রে খবর, এখনও পর্যন্ত পাওয়া গেছে প্রায় ১ কোটি ২০ লক্ষ টাকা।টাকার পরিমাণ আরও বাড়তে পারে, এখনও চলছে গণনার কাজ। গতকাল থেকে এই অভিযান চালাচ্ছে ED। ইডি সূত্রে খবর, টাকার পরিমাণ ছাড়াতে পারে ২ কোটিও। সূত্রের খবর, এই টাকা সম্ভবত অন্য কোনো বিশেষ বিশেষ ব্যক্তিদের হাতে তুলে দেওয়ার পরিকল্পনা ছিল।

কী কারণে এত টাকা লুকোনো?

জানা গিয়েছে মঙ্গলবারই পুর নিয়োগ দুর্নীতির তদন্তে নেমে অভিযান শুরু করে ইডি। কেন্দ্রীয় তদন্তকারীরা শুধুই বেলেঘাটা নয়, কলকাতার আরও ৪টি জায়গায় তল্লাশি অভিযান চালায়। সূত্রের দাবি, পুর-দুর্নীতির সঙ্গে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে যুক্ত এরা। তাহলে কি এই দুই ব্যবসায়ীই লিঙ্কম্যান ? ব্যবসায়ী দুই ভাইয়ের কাছে কি সেই কারণে এত টাকা লুকোনো? কাদের টাকা, কার হাতে তুলে দেওয়া ছিল উদ্দেশ্য, জানতে তদন্ত চালাচ্ছে ইডি।

এবিপি আনন্দর প্রতিনিধিকে ধাক্কা

আর এই খবর করতে গিয়ে ভয়ঙ্কর ভাবে বাধা পেল এবিপি আনন্দ। খবর কভার করতে গেলেই কয়েকদন লোক এসে প্রথমে ঢুকতে বাধা দেন। তারপর অকথ্য ভাষায় গালাগালি দেয় তারা। তারপর কেড়ে নেওয়ার চেষ্টা হয় বুম মাইক। তারপর গলায় ধাক্কা দেওয়া হয়। এরপর এবিপি আনন্দর প্রতিনিধিদের প্রাণে মারার হুমকিও দেওয়া হয়।

গতকাল থেকেই ইডি এই ব্যবসায়ীর বাড়িতে অভিযান চালাচ্ছে। আর প্রতিবারের মতোই পুঙ্খানুপুঙ্খ খবর করছে এবিপি আনন্দ। ED-র অভিযান চলাকালীন মেনগেটের বাইরে দাঁড়িয়ে ছিলেন এবিপি আনন্দর প্রতিনিধি ভিতরে ছিল ED-র গাড়ি, আচমকা ৩-4 জন এসে ধাক্কা দেয়, ছবি তুলতে বাধা দেয়। প্রথমে গায়ে ও গলায় সজোরে ধাক্কা দেওয়া হয়। এরপর ছবি তুলতে বাধা দেওয়া হয়। কেড়ে নেওয়ার চেষ্টা করা হয়, ক্যামেরা ও বুম।

ধর্ষণে অভিযুক্ত তৃণমূল কাউন্সিলর

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

স্ত্রী থাকার পরেও নিজেকে অবিবাহিত বলে দাবি। তরুণীকে বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে ধর্ষণের অভিযোগ। গর্ভবতীও হয়ে পড়েন তরুণী। জন্ম দেন সন্তানের। কিন্তু মুখ খুললেই প্রাণে মেরে ফেলার হুমকি। এমনই গুরুতর অভিযোগ উঠেছে রামপুরহাটের তৃণমূল কাউন্সিলের বিরুদ্ধে। তাতেই জোর শোরগোল এলাকার রাজনৈতিক মহলে।আমার স্বামীও জানতে পারে ব্যাপারটা। ফলে স্বামীও আমার সঙ্গে আর সম্পর্ক রাখতে চায়নি। বিবাহ-বিচ্ছেদের মামলা চলছে। এখন আমি পুলিশে অভিযোগ জানিয়েছি। দেখি কী হয়।" বীরভূম সাংগঠনিক জেলার বিজেপির সভাপতি ধ্রুব সাহা বলছেন, "উনি তো বিধায়কের খুব কাছের লোক। কাছের লোক বলে দল তাঁকে আবার দলের বড় দায়িত্বও দিয়েছে। আসলে তৃণমূল ধর্ষকদের দল। বীরভূম পুলিশ ও প্রশাসনকে মেরুদণ্ড সোজা করে ন্যায় প্রতিষ্ঠা করার দাবি জানাব। আগামীতে আমরা রাজপথে নামব, ওই মহিলার পাশে দাঁড়িয়ে সবরকম আইনি সহায়তা দেব।"একবার নয়, ওই নেতা দু'বারের কাউন্সিলর বলে জানা যাচ্ছে। একইসঙ্গে দলের পদেও রয়েছে। ইতিমধ্যেই পুরো ঘটনার কথা জানিয়ে রামপুরহাট থানায় লিখিত

এরপর ৩ পাতায়

(১ম পাতার পর)

বিজেপি নেতারা এলে বেঁধে রাখবেন পোস্টে': অভিষেক

ঘটনাকে কেন্দ্র করে এখন বঙ্গ রাজনীতি কোনদিকে মোড় নেয় সেটাই দেখার।তিনি কথা বলেন মৃত প্রদীপের পরিবারের সঙ্গে। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, 'এর বদলা তৃণমূল কংগ্রেস নিয়ে ছাড়বে'। রীতিমতো হুমকি দিয়ে বলেন, বিজেপি নেতারা প্রচার করতে এলে পোস্টে বেঁধে রেখে দেবেন। 'মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বেঁচে থাকতে একটা প্রাণও আমরা অকালে যেতে দেব না'।

অমিত শাহ দায়ী। এই ঘটনার জন্য কার্যত বিজেপি নেতাদেরই দায়ী করেন অভিষেক। বিজেপি নেতাদের গাছে বেঁধে রাখার হুঙ্কারও ছাড়েন তিনি। মুখ্য নির্বাচন কমিশনারের সঙ্গে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকেও একই বন্ধনীতে রেখে হুঁশিয়ারি দেন তিনি। প্রশ্ন তোলেন,'জ্ঞানেশ কুমারের বাবার নাম আছে ভোটার লিস্টে?, দেখাতে পারবেন? রেলমন্ত্রী, শিক্ষামন্ত্রী, অর্থমন্ত্রী দেখাতে পারবেন বাবা ঠাকুর্দার জন্মের সার্টিফিকেট?' এরপর অভিষেক বলেন, এখানে এলে বাবা-ঠাকুর্দার সার্টিফিকেট চাইবেন, না হলে বেঁধে রাখবেন। গায়ে হাত তুলবেন না। বলবেন বাবা-ঠাকুর্দা-দিদিমার সার্টিফিকেট চাইবেন। গাছে বেঁধে রাখবেন। সেই সঙ্গে আশ্বাস দেন, '৪ তারিখ থেকে SIR শুরু হবে, আমিও রাস্তায় থাকব, চিন্তা করবেন না'। বলেন, 'একটা প্রাণ আমাদের কাছে মণিমুক্তোর মতো। কোনও বৈধ ভোটারের নাম বাদ গেলে ১ লক্ষ লোক নিয়ে যাব। লিখে দিয়ে গেছেন NRC-র ভয়ে আত্মঘাতী হয়েছেন তিনি, তারপরেও রাজনীতি?'

(২ পাতার পর)

ধর্ষণে অভিযুক্ত তৃণমূল কাউন্সিলর

অভিযোগ করেছেন নির্যাতিতা। ধর্ষণ-সহ একাধিক ধারায় দায়ের হয়েছে মামলা।

অভিযুক্ত আবার এক বিধায়ক ও রাজ্যের এক মন্ত্রীর ঘনিষ্ঠ বলেও জানা যাচ্ছে। তাই যেন গোটা ঘটনায় এক অন্য মাত্রা এনে দিয়েছে। কিন্তু কোথা থেকে ঘটনার সূত্রপাত? তরুণীর অভিযোগ, ২০১৫ সালে ভোটার তালিকায় নাম তুলতে গিয়েই ওই কাউন্সিলরের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়।

নাম তোলার জন্য তাঁকে সাহায্যের আশ্বাস দেন অভিযুক্ত। সেই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে একাধিকবার তাঁদের নিজের বাড়িতেও ডাকেন। আর তখনই বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে একাধিক বার ধর্ষণ করা হয় বলে অভিযোগ। তার জেরে তিনি গর্ভবতীও হয়ে পড়েন।

বিয়ের কথাও বলেন কাউন্সিলরকে। অভিযোগ, সব শুনেও বিয়ে করতে নারাজ ছিলেন ওই দাপুটে তৃণমূল নেতা। এরইমধ্যে এক সন্তানের জন্ম দেন ওই তরুণী। শেষ পর্যন্ত এবার তিনি পুলিশের দ্বারস্থ হয়েছেন। তবে অভিযোগ দায়ের হলেও অভিযুক্তকে পাওয়া যাচ্ছে না বলে খবর। নির্যাতিতা বলছেন, "২০২০ সালে আমি জানতে পারি উনি বিবাহিত। জানতে পারি ওর একটা ছেলেও রয়েছে। আমি প্রতিবাদ করলে বলে আমার ক্ষমতা আছে। আমি তোকে ব্যবহার করব। এরমধ্যে মা-বাবার মুখ রক্ষার্থে আমি একটা বিয়ে করি। কিন্তু তারপরেও শারীরিক ও মানসিক অত্যাচার চলতে থাকে। এর মধ্যে আমার গর্ভে একটা সন্তান আসে।

বিহারে ৫০জন BLO জেলে', হুঁশিয়ারি শুভেন্দুর

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

গোটা রাজ্যে চালু SIR। তা নিয়ে নানামহলে চলছে জোর আলোচনা। এই পরিস্থিতিতে বিএলওদের হুঁশিয়ারি শুভেন্দু অধিকারীর। বিরোধী দলনেতাকে পালটা জবাব দিলেন তৃণমূলের অন্যতম রাজ্য সাধারণ সম্পাদক কুণাল ঘোষ।শুভেন্দু পালটা জবাব দেন তৃণমূলের অন্যতম রাজ্য সাধারণ সম্পাদক কুণাল ঘোষ। ইচ্ছাকৃতভাবে শুভেন্দু অধিকারী এবং বিজেপি নেতারা পুলিশ

প্রশাসনকে ভয় দেখানোর রাজনীতি করছে বলেই দাবি তাঁর। কুণালের কথায়, "মানুষের মন থেকে বিজেপি বিচ্ছিন্ন। বিজেপি অসৎ উদ্দেশে যাতে ভোটার লিস্টে কারচুপি করার চেষ্টা করছে। যাতে কমিশনের উপর প্রভাব বিস্তার করে করা যায়। সরকারি কর্মীদের উপর প্রভাব ফেলা যায় তাই আতঙ্ক ছড়াতে এসব বলছে। জেলে পাঠিয়ে দেব, বিহারে এই হয়েছে ওই হয়েছে মানুষের মনে জায়গা নেই। অথচ আতঙ্ক ছড়াতে এসব বলছে।" উল্লেখ্য, আগামী বছর রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচন। তার আগে এসআইআরের পাশাপাশি এনআরসি নিয়ে মতুয়া-রাজবংশী থেকে শুরু করে পিছিয়ে পড়া ও গরিব মানুষের মধ্যে

এরপর ৪ পাতায়

নির্বাচন সংক্রান্ত যাবতীয় জিজ্ঞাস্য/ অভিযোগ জানানোর জন্য ব্যবহার করা যাবে ভোটার হেল্পলাইন নম্বর 1950, থাকছে 'বুক – এ – কল উইথ বিএলও' ব্যবস্থাপনাও

নয়াদিল্লি, ২৯ অক্টোবর, ২০২৫

নাগরিকরা যাতে নির্বাচন সংক্রান্ত যাবতীয় প্রশ্নের উত্তর সহজে পেতে পারেন এবং কোনও অভিযোগ থাকলে তা জানাতে পারেন, সেজন্য ভারতের নির্বাচন কমিশন জাতীয় স্তরে ভোটার হেল্পলাইন চালু করেছে। ৩৬টি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলেও প্রাদেশিক ও জেলাস্তরে হেল্পলাইন নম্বর চালু করা হয়েছে।

সব রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের ক্ষেত্রে ন্যাশনাল কন্টাক্ট সেন্টারের নিঃশুল্ক 1800-11-1950 নম্বরটি প্রতিদিন সকাল ৮টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত চালু থাকবে। উত্তর দেবেন প্রশিক্ষিত কর্মীরা।

ভারতের নির্বাচন কমিশন সব রাজ্য/কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে প্রাদেশিক স্তরে স্টেট কন্টাক্ট সেন্টার এবং জেলাস্তরে ডিস্ট্রিক্ট কন্টাক্ট সেন্টার চালু করার নির্দেশ দিয়েছে। এইসব কেন্দ্র থেকে নির্দিষ্ট সময় অনুযায়ী, স্থানীয় অঞ্চলের ক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক যাবতীয় প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যাবে। এই কেন্দ্রগুলি সারা বছর ধরে প্রতিটি কর্ম দিবসে অফিসের কাজের সময়ে চালু থাকবে। সেখান থেকে স্থানীয় ভাষায় প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যাবে।

যাবতীয় অভিযোগ এবং প্রশ্ন রেকর্ড করা হবে এবং তা ট্র্যাক করা হবে ন্যাশনাল গ্রিভান্স সার্ভিস পোর্টাল (এনজিএসপি ২.০) – এর মাধ্যমে।

এছাড়াও, নির্বাচন কমিশন 'বুক এ কল উইথ বিএলও' পরিষেবা চালু করেছে, যার মাধ্যমে নাগরিকরা নিজেদের বুথ স্তরের আধিকারিক (বিএলও)-দের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারবেন। এক্ষেত্রে ব্যবহার করতে হবে ECINET প্ল্যাটফর্ম।

এরপর ৫ পাতায়

সম্পাদকীয়

প্রদীপ করের'আত্মহত্যার কারণ নিয়েই প্রশ্ন তুলল বিজেপি

NRC আতঙ্কে আগরপাড়ার বাসিন্দা প্রদীপ করের আত্মহত্যা! এই অভিযোগ ঘিরে উঠে আসছে চাঞ্চল্যকর তথ্য। বিজেপির তরফ থেকে দাবি করা হচ্ছে, ২০০২ সালের ভোটার তালিকায় নাম রয়েছে প্রদীপ করের। সেই তালিকাও সামনে এনেছে বিজেপি। বিজেপির দাবি, কমিশনের নিয়ম অনুযায়ী প্রদীপের নাম ভোটার তালিকা থেকে বাদ যাওয়ার কোনও কারণ নেই।সেখানে লেখা ছিল 'আমার মৃত্যুর জন্য NRC দায়ী।' এই খবর সামনে আসতেই সামাজিক মাধ্যমে পোস্ট করে কেন্দ্র-কমিশনের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সাংবাদিক বৈঠকে মুখ খুলেছেন তৃণমূলের সর্ব ভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ও। বুধবার দুপুরে খোদ অভিষেক নিজেই যাচ্ছেন প্রদীপ করের বাড়িতে। মৃতের পরিজনদের সঙ্গে দেখা করবেন তিনি।অবসাদের কারণেই প্রদীপ আত্মঘাতী হয়েছেন বলে দাবি বিজেপির। পানিহাটির বিজেপি নেতা চণ্ডীচরণ রায় বলেন, "তৃণমূল সরকার আগেও এভাবে অপপ্রচার করে এসেছে। নিজেদের দুর্বলতা ঢাকার জন্য এই ধরনের প্রচেষ্টা চালায়। যদি কমিশনের পক্ষ থেকে বলা হয়ে থাকে, ২০০২ সালের ভোটার তালিকায় নাম থাকলেই হবে, সেখানে ওনার তো নাম রয়েছে।

আমি যতদূর জানি, উনি কিছুটা মানসিক অবসাদে ভুগছিলেন। পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের সঙ্গে ওনার সমস্যা হচ্ছিল বলে শুনেছি।" হাতের লেখা নিয়েও ধন্দ প্রকাশ করেছেন তিনি। প্রদীপ করের ডান হাতের চারটে আঙুল ছিল না, কোনও একটি দুর্ঘটনায় আঙুল কাটা যায়, সেটি জানিয়েছেন তাঁরই পরিবারের সদস্য। প্রদীপের ভগ্নিপতি উত্তম হাজরা জানিয়েছেন, ২০২৪ সালে লোকসভা নির্বাচনেও ভোট দিয়েছেন প্রদীপ।

সেক্ষেত্রে বিজেপির দাবি, এই উদ্ধার হওয়া নোটের হাতের লেখাও যাচাই করে দেখা হোক। পাশাপাশি আদালতের প্রাক্তন বিচারপতির নেতৃত্বে এই ঘটনার তদন্ত করার দাবি জানিয়েছেন তিনি। এ বিষয়ে তৃণমূলের সভাপতি জয়প্রকাশ মজুমদারের বক্তব্য, "বিজেপি কি ওনার মনের ভিতর জেনে নিলেন? বিজেপি কি বাড়িতে গিয়ে ভোটার লিস্ট দিয়ে এসেছিল?

বিজেপির কাছে থাকতে পারে। কিন্তু এখন কত মানুষ জানেন, কীভাবে ২০০২ সালের ভোটার তালিকা বার করা যায়! বিজেপি আর নির্বাচন কমিশন মিলে মানুষের মধ্যে ত্রাস তৈরি করেছে।" রাজ্য বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী বলেন, "ওটা ফলস কেস। ২০০২ সালে ওনার নাম ভোটার লিস্টে ছিল।

ওনার পরিবারের সদস্যরা সব তৃণমূল করেন। ওনার কাছে তো CAA, NRC-র কোনও ব্যাপার নেই তো, আমার কাছে ওনার সিরিয়াল নম্বর, পার্ট নম্বর সব রয়েছে। আমি নিজে দেখেছি।" সোমবার আগরপাড়ায় বছর সাতান্নর প্রৌঢ় প্রদীপ করের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হয়, যা নিয়ে তুঙ্গে রাজ্য রাজনীতি। পুলিশের দাবি, দেহের পাশ থেকে একটি সুইসাইড নোট উদ্ধার হয়।

পৃথিবীর সৃষ্টির মূলে শিব

মৃত্যুঞ্জয় সরদার
(উনিশতম পর্ব)

নিউরনগুলি এতটাই অ্যাক্টিভ হয়ে যায় যে ধীরে ধীরে মনোযোগ বৃদ্ধি পেতে শুরু করে। সেই সঙ্গে বুদ্ধি এবং স্মৃতিশক্তিরও উন্নতি ঘটে। মানব জাতির উন্নতির একমাত্র ভরসা ও আরদ্ধ দেবতা শিব।সেই কারনে কাশ্মীরে লেখা হয় শিবসূত্র। দক্ষিণে রাবণ ছিলেন শিবের উপাসক। বিষ্ণুভক্ত আড়বারদের মত শৈব নায়নার গোষ্ঠী শিবভক্তিতে বাংলার বৈষ্ণব ধর্মের মত উচ্চনীচ ভেদাভেদ ঘুচিয়ে দেয়। তামিল ভাষায় রচিত হয় ভক্তিবাদী 'দেবারম্ স্তোত্র। লিঙ্গায়ৎ সম্প্রদায় হয়

ক্রমশঃ

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

(৩ পাতার পর)

বিহারে ৫০জন BLO জেলে', হুঁশিয়ারি শুভেন্দুর

'আতঙ্কের বিষ ছড়িয়ে' চলেছে বিজেপি। অসীম সরকারের মতো একাধিক গেরুয়া বিধায়ক বারে বারে এই নিয়ে হুমকিও দিচ্ছেন। শুধু তাই নয়, এসআইআর-এর জেরে নয়া ভোটার তালিকায় যদি নাম না থাকে তবে সবাইকে বাংলাদেশে 'পুশব্যাক' করে পাঠানো হবে বলেও আতঙ্ক ছড়িয়ে দিচ্ছে বিজেপি। যার ফলে আখেরে গেরুয়া শিবিরের ক্ষতি হবে বলেই মত রাজনৈতিক

মহলের।আমতলায় জগদ্ধাত্রী পুজোর উদ্বোধনে গিয়ে শুভেন্দু বলেন, '৫২ জন বিএলও বিহারের জেলে রয়েছেন।এটা মাথায় রাখবেন। তৃণমূলের কথা, বিজেপির কথা শুনবেন না। কেবল নির্বাচন কমিশনের কথা শুনবেন। বিহারের ৫২ জন বিএলও কিন্তু এখনও জামিন পাননি। আপনাদের কিন্তু জেলে কাটাতে হবে। জেলে যাওয়ার জন্য তথ্য, নথি আমরা জোগাড় করে দেব। আজকেও আমি পোস্ট করেছি। ফলতাতে তৃণমূলের পঞ্চায়েত সদস্য দিব্যেন্দু সর্দারকে বিএলও করেছে।" শুভেন্দুর স্পষ্ট বার্তা, "বিএলওরা কোনও দল, কোনও দাদা, দিদির কথা শুনবেন না। না হলে আপনাদের পরিণতিও বিহারের বিএলওদের মতো হবে। পুলিশ বাধ্য হবে, আপনাকে গ্রেপ্তার করতে। আর পুলিশ যদি বাধ্য না হয়, যেখানে গেলে পুলিশ বাধ্য হবে, সর্বভারতীয় দল হিসাবে আমরা সেখানে যাব।

বাংলা হচ্ছে মাতৃ শক্তি উপাসনার সেরা ভূমি

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

এবং কালীরূপের বিবর্তনের ইতিহাস অনুসন্ধানে এই ভয়াভয় বৈশিষ্ট্য, যেখানে স্নেহ ও শঙ্কা উভয়ের সহাবস্থান, সেটিই আমাদের ধ্রুবতারা হোক।
এখানে একটা কথা।

ক্রমশঃ

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

জিএসটি ২.০ এখন 'গ্রোথ সহায়ক ট্যাক্স'- যা উন্নয়ন ও প্রবৃদ্ধিকে ত্বরান্বিত করছে

কলকাতা, ২৯ অক্টোবর ২০২৫

কেন্দ্রীয় শিক্ষা ও উত্তর-পূর্বাঞ্চল উন্নয়ন প্রতিমন্ত্রী ড. সুকান্ত মজুমদার আজ কলকাতায় অনুষ্ঠিত 'জিএসটি ২.০ সংস্কার' বিষয়ক আলাপচারিতা-ভিত্তিক অধিবেশনে অংশগ্রহণ করে বক্তব্য রাখেন।

এই অধিবেশনটি যৌথভাবে আয়োজন করে অ্যাসোসিয়েশন অব কর্পোরেট অ্যাডভাইজারস অ্যান্ড এক্সিকিউটিভস (ACAE), বিবিডি বাগ প্রফেশনাল অ্যাসোসিয়েশন, সেন্ট্রাল কলকাতা চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্টস অ্যাসোসিয়েশন (CKCA), ডিরেক্ট ট্যাক্সেস প্রফেশনালস অ্যাসোসিয়েশন (DTPA), ভিউজ এক্সচেঞ্জ, এবং ভিআইপি রোড চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্টস অ্যাসোসিয়েশন (VIPCA)। সভায় চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট, আইনজীবী ও শিল্পক্ষেত্রের প্রতিনিধিরা সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন।

মূল বক্তব্যে, ড. মজুমদার উল্লেখ করেন যে, জিএসটি ২.০ সংস্কার কেন্দ্রের মানবকেন্দ্রিক নীতির প্রতিফলন, যা অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও উন্নয়নের চালিকাশক্তি হয়ে উঠেছে। তিনি বলেন, "২.০ সংস্কারের পর জিএসটি আর শুধু গুডস অ্যান্ড সার্ভিসেস ট্যাক্স নয়, এটি সত্যিকারের অর্থে একটি 'গ্রোথ বা বৃদ্ধি সহায়ক করকাঠামো' হয়ে উঠেছে।"

ড. মজুমদার জানান, জিএসটি ২.০ সংস্কারের সূচনা হয় বাংলার জন্য এক শুভ সময়ে, যেটি সমৃদ্ধির প্রতীক। তিনি বলেন, "এটি এক অত্যন্ত শুভ দিনে উদ্বোধন করা হয়, এই বাংলার উৎসব মরশুমের সূচনায়। জিএসটি ২.০ সংস্কার প্রধানমন্ত্রীর দেওয়া দীপাবলির উপহার দেশের সাধারণ মানুষের জন্য।"

কেন্দ্রীয় মন্ত্রী আরও বলেন, চিকিৎসাক্ষেত্র ও জীবনরক্ষাকারী ওষুধে জিএসটি হার হ্রাসের সিদ্ধান্ত সরকারের জনমুখী দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিফলন। "এই সংস্কারগুলি সরাসরি মানুষের জীবনে প্রভাব ফেলছে এবং সমগ্র দেশ আজ প্রধানমন্ত্রীকে এর জন্য ধন্যবাদ জানাচ্ছে," ড. মজুমদার বলেন।

অধিবেশনে উপস্থিত পেশাজীবীরা জিএসটি ২.০ সংস্কার নিয়ে তাঁদের নানা প্রশ্ন ও মতামত উত্থাপন করেন। ড. মজুমদার প্রত্যেক প্রশ্নের উত্তর স্পষ্টভাবে দেন এবং পেশাজীবী সংগঠনগুলিকে পরামর্শ দেন যেন তারা নিজেদের আলোচনা থেকে প্রস্তাবসমূহ একত্রিত করে। তিনি বলেন, "এখানে উপস্থিত সব সংগঠনকে অনুরোধ করছি, আপনারা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে প্রস্তাবগুলি তৈরি করুন, আমি ব্যক্তিগতভাবে তা কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামান জী-র কাছে পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা করব।"

(৩ পাতার পর)

নির্বাচন সংক্রান্ত যাবতীয় জিজ্ঞাস্য/ অভিযোগ জানানোর জন্য ব্যবহার করা যাবে ভোটার হেল্পলাইন নম্বর 1950, থাকছে 'বুক – এ – কল উইথ বিএলও' ব্যবস্থাপনাও

নাগরিকরা ECINET অ্যাপ ব্যবহার করেও নির্বাচনী আধিকারিকদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন। সমগ্র প্রক্রিয়াটির উপর নিয়মিত লক্ষ্য রাখতে এবং ৪৮ ঘন্টার মধ্যে যাবতীয় অভিযোগ ও আবেদনের নিষ্পত্তি করার জন্য ভারতের নির্বাচন কমিশন সিইও, ডিইও এবং ইআরও-দের নির্দেশ দিয়েছে।

এইসব ব্যবস্থাপনা, বর্তমানে নির্বাচন সংক্রান্ত অভিযোগ করার যে প্রণালী রয়েছে, তার অতিরিক্ত। নাগরিকরা complaints@eci.gov.in – এই ই-মেলের মাধ্যমেও নিজেদের অভিযোগ জানাতে পারেন।

ভারতের নির্বাচন কমিশন নির্বাচন সংক্রান্ত তথ্য, মতামত, পরামর্শ এবং অভিযোগ জানানোর জন্য 'বুক এ কল উইথ বিএলও' পরিষেবা এবং 1950 ভোটার হেল্পলাইন নম্বরটি ব্যবহার করার জন্য নাগরিকদের প্রতি আবেদন জানাচ্ছে।

আপাতকালীন পরিষেবা তালিকাসূচী

Emergency Contacts
Ambulance - 102
Ambulance - 9735697689
Child Line – 112
Canning PS - 03218-255221
FIRE - 9064495235

Contacts of Hospital, Nursing Home & Doctors
Canning S.D Hospital - 03218-255352
Dipanjan Nursing Home - 03218-255691
Green View Nursing Home - 03218-255550
A.K.Moolal Nursing Home - 03218-315247
Binapani Nursing Home - 9732545652
Nazat Nursing Home, Taldi - 9143032199
Welcome Nursing Home - 9733593488
Dr. Bikash Sapui - 03218-255269
Dr. Biren Mondal - 03218-255247
Dr Arun Dulal Paul - 03218 - (Cham) 253219 (Re) 255548
Dr. Phani Bhusan Das - 03218 - 255364, (Cham) 255264
Dr. A.K. Bhartacherjee - 03218-255518
Dr. Lokenath Sa - 03218-255660

Administrative Contacts
SP Office - 033-24330010
SDO Office - 03218-255340
SDPO Office - 03218-285398
BDO Office - 03218-255205

Contacts of Railway Stations & Banks
Canning Railway Station - 03218-255275
SBI (Canning Town) - 03218-255216,255218
PNB (Canning Town) - 03218-255231
Mahila Co-operative Bank - 03218-255134
WB State Co-operative - 03218-255239
Bandhan Bank - Mob. No. 7596012991
Axix Bank - 03218-255352
Bank of Boroda, Canning - 03218-257888
ICICI Bank, Canning - 03218-255206
HDFC Bank, Canning Hos. More - 9088107808
Bank of India, Canning - 03218 - 245091

রাত্রিকালীন ঔষধ পরিষেবার তালিকাসূচী (ক্যানিং)

প্রতি মাসের এই তারিখে এই সমস্ত দোকান খোলা থাকবে

01 সুন্দরবন ব্লু প্রিন্ট ফার্মেসি	02 ভারত মেডিকেল হল	03 সপ্তা মেডিকেল হল	04 ভারত মেডিক্যাল হল	05 ঘোষ মেডিকেল	06 ঔষধ ঘর
07 আরোগ্য মেডিক্যাল	08 মেডিকেয়ার ফার্মেসী	09 সুন্দরবন ব্লু প্রিন্ট ফার্মেসি	10 জীবন জ্যোতি ফার্মেসী	11 সিনহা মেডিকেল হল	12 গোকুল ফার্মেসী
13 ঔষধ ঘর	14 সৌভিক ফার্মেসি	15 নির্মলা মেডিকেল হল	16 মাতৃ ফার্মেসী	17 ইউনিক ফার্মেসী	18 সুন্দরবন ব্লু প্রিন্ট ফার্মেসি
19 ঘোষ মেডিকেল	20 সৌভিক ফার্মেসি	21 আরোগ্য মেডিকেল	22 মেডিকেয়ার ফার্মেসী	23 শোভা মেডিকেল হল	24 প্রমিলা মেডিকেল কর্নার
25 সিনহা মেডিকেল হল	26 ঘোষ মেডিকেল	27 মাতৃ ফার্মেসী	28 সৌভিক ফার্মেসি	29 নির্মলা মেডিকেল হল	30 মাতৃ ফার্মেসী

ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র
নিউজ সারাদিন
বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে
রেজিস্ট্রেশন অনুযায়ী
এবার থেকে
ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র
রোজদিন
বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

পত্রিকা দপ্তর ও কুইনপ্রেসে চিঠিপত্র, লেখালেখি ও সংবাদ পাঠাতে হলে যোগাযোগ করুন নিচের দেওয়া ঠিকানা ও মোবাইল নম্বরে

কুইন প্রেস ও পত্রিকা দপ্তর

Editor
Mrityunjoy Sardar
C/o, Lalu sarda
Village:Hedia
P.O.:Uttar Moukhali
P.S. : Jibantala
District :South 24 Parganas
Pin:743329(W.B)

Mobile : 9564382031

ভারতের বিকাশ জ্বালানী ক্ষেত্র এবং সামুদ্রিক শক্তির সঙ্গে সম্পর্কিত – হরদীপ সিং পুরী

নয়াদিল্লি, ২৯ অক্টোবর, ২০২৫

পেট্রোলিয়াম ও প্রাকৃতিক গ্যাস মন্ত্রী শ্রী হরদীপ সিং পুরী মুম্বাইয়ে ইন্ডিয়া মেরিটাইম উইক ২০২৫ উদযাপনের অঙ্গ হিসেবে আয়োজিত 'রিভাইটালাইজিং ইন্ডিয়াজ মেরিটাইম কনফারেন্স' – এ ভাষণ দিয়েছেন। ভারতের অর্থনৈতিক বৃদ্ধি জ্বালানী ক্ষেত্র এবং জাহাজ চলাচল ক্ষেত্রের উন্নয়নের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত বলে তিনি মন্তব্য করেন।

শ্রী পুরী বলেন, ভারতের অর্থনীতি দ্রুত বিকশিত হচ্ছে। বর্তমানে জিডিপি'র পরিমাণ দাঁড়িয়েছে প্রায় ৪.৩ ট্রিলিয়ন ডলার। এক্ষেত্রে প্রায় ৫০ শতাংশই আসে আমদানী, রপ্তানী এবং বিদেশে বসবাসরত ভারতীয়দের অর্থ প্রেরণ থেকে। ভারতে বর্তমানে অপরিশোধিত তেলের দৈনিক চাহিদা ৫৬ লক্ষ ব্যারেল, যা দেড় বছর আগে ছিল ৫০ লক্ষ ব্যারেল। খুব শীঘ্রই দৈনিক চাহিদা দাঁড়াবে ৬০ লক্ষ ব্যারেলে। আন্তর্জাতিক শক্তি সংস্থার সর্বশেষ হিসেবানুযায়ী, আগামী দু'দশকে বিশ্বে জ্বালানীর চাহিদা বৃদ্ধিতে প্রায় ৩০ শতাংশ অবদান থাকবে ভারতে। এই চাহিদা মেটাতে আরও তেল ও গ্যাসবাহী জাহাজের প্রয়োজন।

২০২৪-২৫ সময়কালে ভারত প্রায় ৩০ কোটি মেট্রিক টন অপরিশোধিত তেল ও পেট্রো পণ্য আমদানী করেছে। এই ক্ষেত্রে ঐ একই সময়ে রপ্তানীর পরিমাণ দাঁড়িয়েছে প্রায় ৬৫ লক্ষ মেট্রিক টন। ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্যের প্রায় ২৮ শতাংশ জুড়ে রয়েছে তেল ও গ্যাস ক্ষেত্র। বর্তমানে দেশের অপরিশোধিত তেলের চাহিদার ৮৮ শতাংশ এবং গ্যাসের চাহিদার ৫১ শতাংশ মেটানো হয় আমদানী থেকে। ফলে, দেশের জ্বালানী নিরাপত্তার ক্ষেত্রে জাহাজ চলাচল শিল্পের বিরাট ভূমিকা রয়েছে।

শ্রী পুরী বলেন, আমদানী বাবদ খরচের একটি বড় অংশ যায় পণ্য পরিবহণের মাশুল গুণতে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে ১ ব্যারেল তেল আনার খরচ প্রায় ৫ ডলার। মধ্যপ্রাচ্য থেকে তেল আনার খরচ ব্যারেল প্রতি ১.২ ডলার। বিগত ৫ বছরে ভারতের বিভিন্ন তেল ও রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা জাহাজ ভাড়া বাবদ প্রায় ৮০০ কোটি ডলার খরচ করেছে।

পেট্রোলিয়াম মন্ত্রী বলেন, দেশের বাণিজ্যিক আদান-প্রদানের মাত্র ২০ শতাংশ নির্বাহ হয় ভারতের পতাকা লাগানো জলযানের মাধ্যমে। এই পরিপ্রেক্ষিতে জাহাজ নির্মাণে আরও গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন। সরকার এজন্য নির্দিষ্ট নীতি প্রণয়ন করেছে।

বিগত ১১ বছরে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে ভারতের সামুদ্রিক ক্ষেত্রে বড় ধরনের ইতিবাচক পরিবর্তন এসেছে বলে শ্রী পুরী মন্তব্য করেন। ২০১৪'য় দেশের বন্দরগুলি ৮৭ কোটি ২০ লক্ষ মেট্রিক টন পণ্য আদান-প্রদানে সক্ষম ছিল। বর্তমানে তা দাঁড়িয়েছে ১৬৮ কোটি ১০ লক্ষ মেট্রিক টনে। বন্দরে জাহজ আটকে থাকার সময়ও কমেছে। দেশের বন্দরগুলিকে আরও আধুনিক করে তুলতে সাগরমালা কর্মসূচির আওতায় ৫.৫ লক্ষ কোটি টাকার প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছে। কলকাতার গার্ডেনরিচ সহ মাঝগাঁও, কোচিন, বিশাখাপত্তনম শিপইয়ার্ডে তৈরি হচ্ছে অত্যাধুনিক জলযান।

শ্রী পুরী বলেন, সমুদ্র বাণিজ্য ক্ষেত্রে ২০৪৭ সাল নাগাদ ১ কোটি ৫০ লক্ষ মানুষের কর্মসংস্থান হতে পারে। এই ক্ষেত্রে ৮ ট্রিলিয়ন টাকা বিনিয়োগ আসার সম্ভাবনা রয়েছে। ভারত – মধ্যপ্রাচ্য – ইউরোপ অর্থনৈতিক করিডর, আন্তর্জাতিক উত্তর-দক্ষিণ করিডর – এর মতো নানা পথে ভারতের সঙ্গে সংযুক্ত হচ্ছে ইউরোপ, মধ্য এশিয়া ও আফ্রিকার বন্দরগুলি। আন্তর্জাতিক অংশীদারদের সঙ্গে সহায়তার মাধ্যমে ভারত নিজের সামুদ্রিক ক্ষেত্রকে আরও শক্তিশালী করতে চায়। সেক্ষেত্রে স্বনির্ভর ভারতের স্বপ্ন পূরণ আরও নিশ্চিত হবে।

সামরিক পোশাকে দেশের প্রথম রাষ্ট্রপতি হিসেবে রাফাল যুদ্ধ বিমানে দ্রৌপদী মুর্মু

নতুন দিল্লি, ২৯ অক্টোবর, ২০২৫

আজ হরিয়ানার আম্বালায় বায়ুসেনা ঘাঁটিতে দেশের প্রথম রাষ্ট্রপতি হিসেবে রাফাল যুদ্ধ বিমানে সওয়ার হলেন রাষ্ট্রপতি শ্রীমতী দ্রৌপদী মুর্মু। এ নিয়ে দুবার তিনি ভারতীয় বায়ুসেনার যুদ্ধ বিমানে সওয়ার হলেন। তাঁর পরনে ছিল সামরিক পোশাক। এর আগে ২০২৩-এ তিনি সুখোই-৩০ এমকেআই যুদ্ধ বিমানে সওয়ার হয়েছিলেন।

ফ্রান্সের দাসো অ্যাভিয়েশন থেকে প্রথম রাফাল যুদ্ধ বিমান পৌঁছেছিল আম্বালার এই বায়ুসেনা ঘাঁটিতে। দেশের সেনাবাহিনীর সুপ্রিম কমান্ডার রাষ্ট্রপতি প্রায় ৩০ মিনিট ধরে ২০০ কিলোমিটার এলাকা প্রদক্ষিণ করেন। এরপর তিনি বায়ুসেনা ঘাঁটিতে ফিরে আসেন। সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে প্রায় ১৫০০০ ফুট উঁচুতে বিমানটি ঘণ্টায় ৭০০ কিলোমিটার বেগে উড়ছিল। এই যুদ্ধ বিমানে পাইলট হিসেবে ছিলেন ১৭ স্কোয়াড্রনের কম্যান্ডিং অফিসার গ্রুপ ক্যাপ্টেন অমিত গেহানি।

পরে ভিজিটর্স বুকে রাষ্ট্রপতি তাঁর অনুভূতির কথা জানিয়ে লিখেছেন, "আম্বালা বায়ুসেনা ঘাঁটিতে রাফাল যুদ্ধ বিমানে প্রথম সওয়ার হতে পেরে আমি আনন্দিত। এটি আমার কাছে এক অবিস্মরণীয় মুহূর্ত। এ ধরনের আয়োজনের জন্য আমি ভারতীয় বায়ুসেনা এবং বায়ুসেনা ঘাঁটির গোটা দলকে অভিনন্দন জানাই।"

সিনেমার খবর

বলিউড তারকাদের কার আয় কত

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

বলিউডে তারকাদের অনেক দিন ধরেই পারিশ্রমিক নিয়ে বৈষম্য চলে আসছে। এমন বহু অভিনেত্রী রয়েছেন, যারা সরাসরি স্বীকার করেছেন যে হিন্দি সিনেমার পারিশ্রমিকের ক্ষেত্রে অভিনেতা-অভিনেত্রীদের মধ্যে আকাশ-পাতাল তফাত রয়েছে। শুধু পারিশ্রমিক নয়, বয়স বাড়লেও গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে অভিনয় করতে দেখা যায় অভিনেতাদের। কিন্তু অভিনেত্রীদের ক্ষেত্রে তেমনটা দেখা যায় না। যদিও সময়ের সঙ্গে অনেকটাই বদলে গেছে। সেই সঙ্গে পারিশ্রমিকের অঙ্কও বেড়েছে।

কয়েক বছর ধরে পারিশ্রমিকের নিরিখে প্রথম সারিতে রয়েছেন অভিনেত্রী দীপিকা পাড়ুকোন। একের পর দর্শকদের হিট সিনেমা উপহার দিয়ে যাচ্ছেন তিনি। শুরুতেই শাহরুখ খানের সঙ্গে ব্লকবাস্টার 'পাঠান', 'জওয়ান' মুক্তির পর সম্প্রতি মুক্তি পেয়েছে দীপিকা অভিনীত 'কাল্কি ২৮৯৮ এডি'। আবার শিগগির তাকে দেখা যাবে 'সিংহাম' সিনেমায়। আর অভিনয়ের দক্ষতার সঙ্গেই পাল্লা দিয়ে বেড়েছে তার পারিশ্রমিকও। এখন তিনি সবচেয়ে বেশি পারিশ্রমিক নেওয়া অভিনেত্রী। দীপিকা পাড়ুকোন সিনেমাপ্রতি আয় করেন ১৫ থেকে ২০ কোটি টাকা।

এ তালিকার দ্বিতীয় স্থানে রয়েছেন অভিনেত্রী আলিয়া ভাট। প্রতি সিনেমায় ১৫ কোটি আয় করেন পর্দার 'গাঙ্গুবাই'। বর্তমানে আলিয়া বলিউডের অন্যতম জনপ্রিয় অভিনেত্রী। প্রাথমিকভাবে বলিউডে 'স্টার কিড' হিসেবে ট্রল হলেও একের পর এক সিনেমায় নিজের অভিনয়ের দক্ষতা প্রমাণ করে চলেছেন আলিয়া ভাট।

আলিয়ার 'গাঙ্গুবাই কাঠিয়াবাই' কিংবা 'ডার্লিং' সিনেমায় যেমন সিনে সমালোচকদের প্রশংসা কুড়িয়েছেন, ঠিক তেমনই 'রকি অর রানী কি প্রেম কাহানি', 'ব্রহ্মাস্ত্র'-এর মতো সিনেমা বক্স অফিসে বেশ সাড়া ফেলে দিয়েছে।

অভিনেত্রী দীপিকা পাড়ুকোন কিংবা আলিয়া ভাটের অনেক আগেই বলিউডে পা রেখেছেন অভিনেত্রী কারিনা কাপুর। নবাবপত্নী বাণিজ্যিক সিনেমার সঙ্গেই 'চামেলি' কিংবা 'ওমকারা'-এর মতো ভিন্নধারার সিনেমাতেও দর্শকদের মন জয় করে নিয়েছেন। বলি অভিনেত্রীদের পারিশ্রমিক অনুযায়ী, কারিনা কাপুর রয়েছেন তৃতীয় স্থানে। বর্তমানে অভিনেত্রী প্রতি সিনেমার জন্য পারিশ্রমিক নিচ্ছেন ৮ থেকে ১১ কোটি টাকা।

অন্যদিকে পারিশ্রমিকের নিরিখে বলিউডে চতুর্থ স্থানে রয়েছেন অভিনেত্রী ক্যাটরিনা কাইফ। পঞ্চমে আছেন শ্রদ্ধা কাপুর। সিনেমার সংখ্যা যাই হোক না কেন, পিছিয়ে নেই কৃতি শ্যানন, কিয়ারা আদভানি কিংবা কঙ্গনা রানাউত।

আমি নিখুঁত নই: সামান্থা

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

দক্ষিণী সিনেমা ইন্ডাস্ট্রির জনপ্রিয় অভিনেত্রী সামান্থা রুথ প্রভু এবার নিজের জীবনের লড়াইয়ের গল্প বললেন। সাফল্যের ঝলমলে আলোয় থেকেও তার জীবন যে সংগ্রাম আর আত্মঅনুসন্ধানে ভরা, তা উঠে এসেছে এনডিটিভি ওয়ার্ল্ড সামিটের মঞ্চে। সেখানেই নিজের জীবন নিয়ে খোলামেলা কথা বললেন অভিনেত্রী।

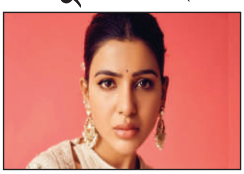

জীবনের প্রতিটি উত্থান-পতন এসেছে 'বাস্তব থাকার' সিদ্ধান্ত থেকেই বলে জানিয়েছেন সামান্থা রুথ প্রভু। তিনি বলেন, আমি সবসময় চেষ্টা করেছি নিজের প্রতি সৎ থাকতে। আমার মায়োসাইটিস রোগের খবর আমি নিজেই প্রথম জানিয়েছিলাম। কারণ আমি চেয়েছিলাম মানুষ সত্যিটা জানুক। কিন্তু বাস্তব থাকা যে সবসময় সহজ নয়, সে কথাও স্পষ্ট করেন অভিনেত্রী।

স্বামী নাগা চৈতন্যের সঙ্গে চার বছরের দাম্পত্যজীবনের আকস্মিক বিচ্ছেদ একসময় পুরো দেশজুড়ে আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে চলে আসে।

এ নিয়ে সামান্থা রুথ প্রভু বলেন, আমার জীবনের যারা অনুসারী, তারা জানেন—আমার বিচ্ছেদ, আমার অসুস্থতা—সবই প্রকাশ্যে এসেছে। আর সেই খোলামেলা আলোচনাই আমার জীবনে এনেছে প্রচুর ট্রলিং ও সমালোচনা। আমি হয়তো দুর্বল হয়েছিলাম, কিন্তু কখনো ভেঙে পড়িনি বলে জানান অভিনেত্রী।

সামান্থা বলেন, আমি নিখুঁত নই। আমি ভুল করি, হোঁচট খাই; কিন্তু আমি চেষ্টা করছি আরও ভালো মানুষ হতে। এখন তিনি শুধু অভিনয় নয়, নিজের জীবনের অভিজ্ঞতাও শেয়ার করে নিতে চান অনুপ্রেরণার উৎস হিসেবে। যদি আমার গল্প শুনে কেউ সাহস পায়, তবে সেটাই আমার সাফল্য বলে জানান অভিনেত্রী।

দেব-রুক্মিণী নিয়ে নতুন গুঞ্জন, ফের ভাঙনের ইঙ্গিত?

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

টলিউড সুপারস্টার দেব ও অভিনেত্রী রুক্মিণীর মধ্যে যে দারুণ সম্পর্ক রয়েছে সেটা সবার জানা। তারাও বারবার তাদের প্রেম কাহিনী নিয়ে কথা বলেছেন। দুজনকে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ইভেন্টে দেখে অভ্যস্ত দর্শক-ভক্তরা। এক দশকেরও বেশি সময় ধরে তাদের ঘনিষ্ঠতা। তাদের বিয়ে নিয়েও রয়েছে নানান গুঞ্জন। তবে এবার দেব-রুক্মিণীকে নিয়ে বিচ্ছেদের খবর চাউর হয়েছে টলিপাড়ায়।

গত কয়েকদিন ধরে দেবের গুরুত্বপূর্ণ ইভেন্টগুলোতে দেখা যাচ্ছে না রুক্মিণীকে। দেবের ক্যারিয়ারের ২০ বছর পূর্তির বিশেষ সেলিব্রেশন ইভেন্টেও তার দেখা মেলেনি। এমনকি দেব প্রযোজিত ও অভিনীত আলোচিত ছবি 'রঘু ডাকাত'-এর কোনও স্ক্রিনিংয়েও দেখা যায়নি তাকে।

ঘনিষ্ঠ মহল বলছেন, বেশ কিছুদিন ধরেই দুজনের মধ্যে মনোমালিন্য হয়েছে। প্রশ্ন উঠেছে দেবের সঙ্গে অন্য নায়িকার ঘনিষ্ঠতা নিয়েও। এসব নিয়ে কলকাতায় সাংবাদিকদের প্রশ্নের মুখে পড়েছেন রুক্মিণী। 'রঘু ডাকাত'-এর বিশেষ প্রদর্শনীতে তাকে কেন দেখা গেল না?

রুক্মিণী যদিও সরসরি কিছু জানাননি। তিনি বলেন, আসলে কাজের জন্য আমি এখন বাইরে আছি। কালীপূজার জন্য এক দিনের জন্য কলকাতায় এসেছি। কাছের মানুষদের সঙ্গে কলকাতায় কিছুটা সময় কাটাব। কালকেই আবার চলে যেতে হবে দিল্লি। দেবের পাশে না থাকার প্রসঙ্গে রহস্যময় হাসি হেসে তিনি বলেন, একটাই কথা বলব, আমাকে খুঁজতে থাকো।

অন্যদিকে সম্পর্ক নিয়ে কয়েকদিন আগে কথা বলেছেন দেব। 'ধূমকেতু'র প্রচারের ফাঁকে তিনি স্পষ্ট ভাষায় বলেছিলেন, যারা বিচ্ছেদ নিয়ে বলছে, তারা তো আমার সঙ্গে থাকে না। তাহলে, তারা জানলো কী করে আমার আর রুক্মিণীর মধ্যে কী চলছে? আমরা ১২ বছর ধরে সম্পর্কে রয়েছি। কোনোদিন এটা নিয়ে কথা বলিনি। তাহলে এখন কেন জবাবদিহি করতে হবে?'

এর আগে একবার রুক্মিণী ইনস্টাগ্রামে আনফলো করেছিলেন দেবকে। সেই সময়ও সম্পর্কের ফাটল নিয়ে গুঞ্জন ওঠে। সে সময় অনেকেই ধারণা করেছিলেন খাদানের নায়িকা ইধিকা পালই তাদের সম্পর্কে ফাল হয়ে ঢুকেছেন।

এক যুগ পর ইংল্যান্ডের বিপক্ষে ওয়ানডে সিরিজ জিতল কিউইরা

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

দীর্ঘ এক যুগ পর ইংল্যান্ডের বিপক্ষে ওয়ানডে সিরিজ জিতল নিউজিল্যান্ড। আজ সিরিজের দ্বিতীয় ওয়ানডেতে ইংল্যান্ডকে ৫ উইকেটে হারিয়েছে কিউইরা।

সিরিজের প্রথম ওয়ানডে চার উইকেটে জিতেছিল নিউজিল্যান্ড। ফলে এক ম্যাচ বাকি থাকতে ২-০ ব্যবধানে এগিয়ে ওয়ানডে সিরিজ জয় নিশ্চিত করেছে ব্ল্যাক ক্যাপসরা। এতে ২০১৩ সালের পর আবারও ইংল্যান্ডের বিপক্ষে ওয়ানডে সিরিজে জয় পেল তারা।

হ্যামিল্টনে টস হেরে প্রথমে ব্যাট করতে নেমে ২৯ রানের মধ্যে দুই ওপেনারকে হারায় ইংলিশরা। এরপর নিয়মিত বিরতিতে উইকেট হারায় তারা। ৮১ রানে পঞ্চম উইকেট পতনে বিপর্যয়ে পড়ে দলটি। জেমি স্মিথ ১৩, বেন ডাকেট ১, জো রুট ২৫, জ্যাকব বেথেল ১৮ ও জশ বাটলার ৯ রানে আউট হন।

ষষ্ঠ থেকে অষ্টম উইকেট জুটিতে ৮৩ রান তুলে ইংল্যান্ডকে লড়াকু পুঁজি এনে দেওয়ার পথ দেখান আগের ম্যাচের সেঞ্চুরিয়ান ও অধিনায়ক হ্যারি ব্রুক, স্যাম কারান ও জেমি ওভারটন। কিন্তু ১১ রানের ব্যবধানে শেষ ৩ উইকেট শিকার করে ৩৬ ওভারে ইংল্যান্ডকে ১৭৫ রানে আটকে রাখতে বড় অবদান রাখেন নিউজিল্যান্ড পেসার ব্লেয়ার টিকনার।

ইংল্যান্ডের হয়ে সর্বোচ্চ ৪২ রান আসে জেমি ওভারটনের ব্যাট থেকে। ২৮ বল খেলে চারটি চার ও দুটি ছক্কা হাঁকান তিনি। এছাড়া, ব্রুক ৩৪ ও কারান ১৭ রান করেন। ৮ ওভারে ৩৪ রানে ৪ উইকেট নিয়ে ক্যারিয়ার সেরা বোলিং করেন টিকনার।

জবাবে শূন্য রানে ফেরেন নিউজিল্যান্ড ওপেনার উইল ইয়ং। তিন নম্বরে নেমে ভালো শুরু করেও ২১ রানে থামেন অভিজ্ঞ ব্যাটার কেন উইলিয়ামসন। তৃতীয় উইকেটে ৫৯ বলে ৬৩ রানের জুটিতে নিউজিল্যান্ডকে ভালো অবস্থায় নেন রাচিন রবীন্দ্র ও ড্যারিল মিচেল। ৭টি চার ও ১টি ছক্কায় ৫৪ রান করে রবীন্দ্র থামার পর দ্রুত ২ উইকেট হারায় নিউজিল্যান্ড। টম ল্যাথাম ২ ও মাইকেল ব্রেসওয়েল ৫ রানে আউট হন। এতে ১১৮ রানে পঞ্চম উইকেট পতনে ম্যাচ নিয়ে চিন্তায় পড়ে যায় কিউইরা।

কিন্তু ষষ্ঠ উইকেটে মিচেলকে নিয়ে ৩২ বলে ৫৯ রানের ঝড়ো জুটিতে ১০১ বল হাতে রেখে নিউজিল্যান্ডকে জয়ের বন্দরে নেন অধিনায়ক মিচেল স্যান্টনার। ২টি চার ও ৩টি ছক্কায় ১৭ বলে অপরাজিত ৩৪ রান করেন তিনি। ৫৯ বলে অনবদ্য ৫৬ রান করেন মিচেল।

ইংল্যান্ডের জোফরা আর্চার ২৩ রানে ৩ উইকেট নেন। বল হাতে দলের জয়ে অবদান রেখে ম্যাচ সেরা হন টিকনার। আগামী ৩১ অক্টোবর ওয়েলিংটনে সিরিজের তৃতীয় ও শেষ ম্যাচ খেলতে নামবে দু'দল।

নেতৃত্ব হারাতে চলেছেন রিজওয়ান? হেডকোচের চিঠি পেয়েই জরুরি বৈঠকে মহসিন নকভি

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

পাকিস্তান ক্রিকেটে ফের বড় পরিবর্তনের ইঙ্গিত! জাতীয় ওয়ান ডে দলের অধিনায়ক মহম্মদ রিজওয়ানের ভবিষ্যৎ নিয়ে সংশয়ের মেঘ ঘনিয়েছে। সাম্প্রতিক ব্যর্থতার পর প্রধান কোচ মাইক হেসন সরাসরি পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের (PCB) চেয়ারম্যান মহসিন নকভিকে চিঠি লিখেছেন অধিনায়কত্ব ইস্যু নিয়ে আলোচনার জন্য। যা হাতে পেয়েই জরুরি বৈঠক ডেকেছেন নকভি।

পিটিআইয়ের (PTI) প্রতিবেদনে জানানো হয়েছে, আজ, সোমবারই নকভি নির্বাচক ও পরামর্শদাতা কমিটির সঙ্গে বৈঠকে বসছেন। মূল আলোচ্য বিষয়—ওয়ান ডে টিমের নেতৃত্ব। রিজওয়ানকে সরানো হতে পারে, এমন সম্ভাবনা নাকি উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না! পিসিবির এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে, 'অধিনায়কত্ব নিয়ে এখনও কোনও সিদ্ধান্ত হয়নি। চেয়ারম্যান মহসিন নকভি সোমবার নির্বাচক ও উপদেষ্টাদের সঙ্গে বৈঠকে এ বিষয়ে আলোচনা করবেন!'

প্রসঙ্গত, রিজওয়ানকে ২০২৪ সালের অক্টোবরে পাকিস্তানের সীমিত ওভারের অধিনায়ক করা হয়েছিল। শুরুটা ভালো হলেও, চলতি মরশুমে ধারাবাহিক ব্যর্থতার জেরে তাঁর নেতৃত্ব নিয়ে বড় প্রশ্ন উঠেছে। ঘরের মাঠে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে পাকিস্তানের গ্রুপ স্তরে বিদায় নেয়। এরপর ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধেও ১-২ ব্যবধানে সিরিজ হার। যা রিজওয়ানের নেতৃত্ব-দক্ষতা নিয়ে সওয়াল তুলেছে। কোচ হেসনের অভিযোগ, দলের পারফরম্যান্সের পাশাপাশি অধিনায়কের ফর্মও চিন্তার কারণ। এ বছর এখনও পর্যন্ত ১১ ম্যাচে তাঁর গড় মাত্র ৩৬.১০, স্ট্রাইক রেট ৭১। এই অধঃপতনই অধিনায়কত্ব হারানোর অন্যতম কারণ হতে পারে।

এর আগে মার্চে টি-টোয়েন্টি দলের নেতৃত্ব হাতছাড়া হয়েছে। রিজওয়ানের জায়গায় দায়িত্ব দেওয়া হয় সালমান আলি আগাকে, যিনি সম্প্রতি পাকিস্তানকে এশিয়া কাপের ফাইনালে তুলেছেন। অন্যদিকে, টেস্ট দলে এখন নেতৃত্ব সামলাচ্ছেন শান মাসুদ, যাঁর অধীনে পাকিস্তান নতুন ওয়ার্ল্ড টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ চক্র লাহোরে দক্ষিণ আফ্রিকাকে হারিয়ে দুর্দান্তভাবে শুরু করেছে।

আফগানদের 'অকৃতজ্ঞ' বললেন আফ্রিদি

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

পাকিস্তানি বিমান হামলায় তিন ক্রিকেটার নিহত হওয়ার জেরে আফগানিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের (এসিবি) ত্রিদেশীয় সিরিজ বর্জনের সিদ্ধান্তের তীব্র সমালোচনা করেছেন পাকিস্তানের সাবেক অধিনায়ক শহীদ আফ্রিদি। তার মতে, আফগানিস্তান প্রতিদান হিসেবে পাকিস্তানের উপকার ভুলে 'অকৃতজ্ঞতার' পরিচয় দিচ্ছে এবং সীমান্তে 'প্রকাশ্য আগ্রাসন' চালাচ্ছে।

পাকিস্তানের পাকতিকা প্রদেশে বিমান হামলায় তিন আফগান ক্রিকেটার নিহত হওয়ার পর এসিবি এই হামলার জন্য পাকিস্তানকে দায়ী করে। এরপর প্রতিবাদস্বরূপ পাকিস্তানে অনুষ্ঠেয় ত্রিদেশীয় সিরিজ থেকে নিজেদের নাম প্রত্যাহার করে নেয়।

এই ঘটনার প্রতিক্রিয়ায় নিজের 'এক্স' (সাবেক টুইটার) হ্যান্ডেলে শহীদ আফ্রিদি লেখেন, 'পাকিস্তান সব সময় আফগান ভাইদের পাশে থেকেছে। সীমান্ত খুলে দিয়েছে, ৪০ লাখ শরণার্থীকে আশ্রয় দিয়েছে। তবু দুঃখের সঙ্গে বলতে হচ্ছে, সাম্প্রতিক সময়ে আফগানিস্তান এসব উপকার ভুলে সীমান্তে প্রকাশ্য আগ্রাসন চালিয়েছে, যার পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের সেনারা যথাযথ জবাব দিয়েছে।'

আফ্রিদি আরও যোগ করেন, 'আফগানিস্তানের ভাবা উচিত, তারা যেন এমন কোনো দেশের হাতে ব্যবহৃত না হয়, যে দেশ ইতিমধ্যে পাকিস্তানের ভেতরে সন্ত্রাসীদের সহযোগিতা করছে।'

এদিকে, আফগানিস্তান সরে দাঁড়ালেও সিরিজ বাতিল হচ্ছে না। ভারতের সংবাদমাধ্যম 'টাইমস অব ইন্ডিয়া' জানিয়েছে, পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড (পিসিবি) নির্ধারিত সময়েই সিরিজ আয়োজনে বদ্ধপরিকর এবং আফগানিস্তানের বিকল্প হিসেবে তারা এরই মধ্যে অন্য দেশের সঙ্গে আলোচনা শুরু করেছে।

উল্লেখ্য, আগামী ১৭ নভেম্বর থেকে পাকিস্তান, আফগানিস্তান ও শ্রীলঙ্কাকে নিয়ে এই ত্রিদেশীয় সিরিজটি শুরু হওয়ার কথা ছিল।

● স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক এবং মুদ্রক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৬বি, নবীন কুন্ডু লেন, কলেজ রো, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯ এবং ১৯ডি, জামির লেন, কলকাতা-৭০০০১৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ● সম্পাদক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন : ৯৫৬৪৩৮২০৩১
● Printed, Published and Owned by MRITYUNJOY SARDAR ● Printed by Queen Press - Hedia, P.O . : Uttar Moukhali, P.S. : Jibantala, Dist. : South 24 Parganas, Pin : 743329 and Published at 16 B, Nabin Kundu Lane, College Row, College Street, Kolkata -700009 & 19D, Jamir Lane, Kolkata -700 019 ● Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR